আদর্শ স্বামী

প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই একজন স্বামী। কিন্তু আদর্শ স্বামী প্রত্যেকে হতে পারে না। আদর্শ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত গুণ লাগে। আর যে স্বামী আদর্শ হয়ে তার স্ত্রীর কাছে 'ভাল' হয়, স্বামীর বহু গুপ্ত খবর জানার পরেও যে আদর্শ স্ত্রীর কাছে তার স্বামী 'ভাল'র সার্টিফিকেট পায়, সেই পুরুষ সমাজেও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। মহানবী ﷺ বলেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

কিন্তু আদর্শ স্বামী কে?

আদর্শ স্বামী সে, যে দ্বীনদার। যে তার স্ত্রীকে যথার্থ অধিকার প্রদান করে। স্বামী বিবাহ-বন্ধনের সময় বা পূর্বে যে মোহর স্ত্রীকে প্রদান করবে বলে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণভাবে আদায় করে এবং তা হতে স্ত্রীকে বঞ্চিতা করার জন্য কোন প্রকার টাল-বাহানা করে না। যেহেতু স্ত্রীকে তার তার নির্ধারিত মোহর অর্পণ করা ফরয।" *(নিসাঃ ২৪)*

আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে। নিজে যা খায়, তাই তাকে খাওয়ায় এবং যা পরিধান করে, ঠিক সেই সমমানের লেবাস তাকেও পরিধান করায়। *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বাস করে। তার দু'-একটি গুণ অপছন্দ হলেও সদাচার ও সদ্ব্যবহার বন্ধ করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (١٩) سورة النساء

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" *(নিসাঃ ১৯)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কারণ সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।" *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*

আদর্শ স্বামী সর্বদা নিজের প্রেমকে স্ত্রীর মনের সিংহাসনে আসীন ক'রে রাখে। তাকে সুন্দর প্রেমময় নামে ডাকে। সে যা চায়, বৈধ কিছু হলে তাই তাকে সাধ্যমত প্রদান করে। হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় এবং শক্তি নয়, বরং ভক্তি দ্বারাই সাথীর মন জয় করে।

কোন কারণে স্ত্রী রেগে গেলে ধৈর্য ধরে। মুর্খামি করলে সহ্য ক'রে নেয়। ভুল করলে ক্ষমা ক'রে দেয়। শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে আদেশ ও সহযোগিতা করে।

স্ত্রী কোন ভাল কথা বললে উপেক্ষার কানে না শুনে খেয়ালের সাথে শোনে, কোন উত্তম রায়-পরামর্শ দিলে তা সাদরে গ্রহণ করে।

যথাসময়ে তার সাথে হাসি-তামাসা করে, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে কোন কোন সময় তার সাথে বৈধ খেলা খেলে, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামাদি করে। প্রিয় নবী ﷺ স্ত্রী আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা ক'রে একবার হেরেছিলেন ও পরে আর একবারে তিনি জিতেছিলেন। *(আহমাদ)*

তদনুরূপ আদর্শ স্বামী স্ত্রীকে বৈধ খেলা দেখতে সুযোগ দেয়। *(বুখারী, নাসাঈ)* তবে এসব কিছু করে একান্ত নির্জনে, পর্দা-সীমার ভিতরে।

স্ত্রী ভালো খাবার তৈরী করলে, সাজগোজ করলে বা কোন ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করে স্বামী। স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার জন্য ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে। *(বুখারী, মুসলিম)* তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোকা দেয়, সে মিথ্যা সে বলে না।

আদর্শ স্বামী স্ত্রীর গৃহস্থালি কর্মে সহায়তা করে। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রিয় নবী ﷺ; যিনি দুজাহানের বাদশাহ তিনিও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীদের গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করতেন, অতঃপর নামাযের সময় হলেই মসজিদের দিকে রওনা হতেন। *(বুখারী, তিরমিযী)* তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন। *(সিঃ সহীহাহ ৬৭০নং)*

স্বামী যেমন স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখতে ভালোবাসে। এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং আদর্শ স্বামীও স্ত্রীকে খোশ করার জন্য সাধ্যমতো সাজগোজ করে।

স্ত্রীর এঁটো বা উচ্ছিষ্ট খেতে আদর্শ স্বামী অপছন্দ করে না।

স্ত্রীকে তার নিকটাত্মীয়দের সাথে যথা নিয়মে দেখা-সাক্ষাৎ করতে বাধা দেয় না।

স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে (যেমন ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোটখাট উপহার দিয়ে তার মনজয় করে।

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। এমনকি তাকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি তার জীবনও চলে যায়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পায়।

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হয় এবং এ সবে কোন প্রকার কলঙ্ক লাগতে দেয় না।

আদর্শ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছা ও খুশীমতো একে অপরের দেহ ব্যবহার ও (বৈধভাবে) চির যৌনতৃপ্তি আস্বাদন করে।

অবশ্য সব স্ত্রীর কাছে আদর্শ স্বামী হওয়ার মাপকাঠি এক নয়। স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। যে স্ত্রী সেই সীমার বাইরে স্বাধীনতা চায়, সে স্ত্রীর কাছে তার স্বামী আদর্শ হতে পারে না। শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা না পেয়ে যে স্ত্রী অতিরিক্ত ভালবাসা নিয়ে সংসার করে, তার স্বামীও আদর্শ নয়। যেমন একজন আদর্শচ্যুত স্ত্রীর কাছে তার স্বামী আদর্শ হতে পারে না।